শেষ ঠিকানা বাসভুমি

কর্ণফুলী রিপোর্ট

স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবদুল কাদের ভাগ্যান্বষনে প্রায় দীর্ঘ ১৪ বছর আগে জুলাই ১৯৯২ সনে সিডনীতে আসেন। দু ছেলে ও চার কন্যা রেখে তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। কনিষ্ঠ কন্যাটিকে অবুঝ ও স্মৃতিহীন বয়সে তিনি বাসভুমিতে ছেড়ে আসেন। বড়ছেলে লিটন তখন মাত্র দ্বাদশ শ্রেনীতে কলেজে পড়ছিল। সুখে দু:খে প্রবাসের অনেক প্রতিকুল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তিনি দীর্ঘদিন অষ্ট্রেলিয়াতে দিন যাপন করেন। ষাঠোর্দ্ধ বয়সী জনাব কাদের বিচ্ছিন্ন পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন পর মিলিত হবার জন্যে আগামী এপ্রিলের মাঝামাঝি দেশে চলে যাবেন বলে মনোস্থ করেন। পরিকল্পনুযায়ী তিনি তার কর্মস্থল 'অল ইন্ডিয়া ফ্লেভার' এর মালিকদেরকেও তা জানিয়েছেন বলে শোনা যায়। অল ইন্ডিয়া ফ্লেভারে আগত নিয়মিত কাষ্টমাররা ব্যক্তিগতভাবে জনাব কাদেরকে চেনেন বলে শোনা গেছে এবং তারা সকলে কাদেরের সুস্বাদু রান্না ও বিনয়ী আচরনে সর্বদা সন্তুষ্ঠ ছিল। কাদের তার বাংলাদেশী মালিক ও কর্মস্থলের প্রতি সর্বদা অনুগত ও নিবেদিত ছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু নিয়তী এই হতভাগা প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিতাবস্থায় তার বাসভুমিতে ফেরত যেতে দেয়নি। শোনা যায় গত ২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৯টায় দুজন অবাঙালী লুটেরা ও ছিনতাইকারীর হাত থেকে নিজের কর্মস্থলের ক্যাশ ও কর্মচারীদেরকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি জীবন দিয়েছেন। মারাত্মকভাবে আহতাবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পথেই হতভাগা কাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সিডনীর নিকটস্থ ম্যারিকভীল পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিহতের লাশের হালসুরাত সহ সকল আইনানুগ কাজ সমাধা শেষে বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে গত পরশু কাদেরের লাশ হস্তান্তর করেছেন। আজ রবিবার (০৪/০২/২০০৭) সন্ধ্যায় বাদ মাগরীব নামাজ শেষে সিডনীর মহানগরের মুসলিম অধ্যুষিত আবাসিক এলাকা ল্যাকেম্বার জামে মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও সহমর্মি অনেক বাংলাদেশী তার জানাজায় সামিল হয়েছিল। সিডনীস্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রায় সকল সদস্য ও কর্মকর্তা তাদের সহযোদ্ধার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মসজিদ আঙিনায় এসে সমবেত হয়েছিলেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদেরের লাশ দেশে স্বজনদের কাছে পাঠানো হতে পারে বলে জানা গেছে।

রনাঙ্গনে একজন মুক্তিযেদ্ধা

জীবন বাজি রেখে যিনি ১৯৭১ সনে বিদেশী হানাদারদের কাছ থেকে নিজের বাসভুমিকে রক্ষা করেছিলেন সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের আজ তার অন্তিম ঠিকানায় লাশ হয়েই ফেরত যাচ্ছেন। নিষ্ঠুর নিয়তি কোনভাবেই এড়াতে পারেনা পার্থিব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সোসাইটি [সেফটনস্থ বাংলাদেশী মসজিদ] নিহত মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবদুল কাদেরের পরিবারের সদস্যদেরকে বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সাহায্যের জন্যে প্রবাসী সকলের কাছে মিনতী জানিয়েছেন। তাদের পাঠানো আবেদনটি পড়তে এখানে টোকা মারুন।

কর্ণফুলী রিপোর্ট